Bangla 2nd Paper

YEAR 2016

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

অনুচ্ছেদ

যৌতুকপ্রথা

[সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাংগাইল; বরিশাল জিলা স্কুল]

যৌতুকপ্রথা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশে যৌতুকপ্রথার প্রকট রূপ আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা বলতে এমন এক ঘৃণ্য প্রথাকে বোঝায়- যেখানে কনেপক্ষ বরপক্ষকে অর্থ প্রদান করে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করে। পণ্য ক্রয় করার মতোই কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি হয়ে থাকে। সচ্ছল পরিবারের জন্য এটি সাধারণ বিষয় হলেও দরিদ্র পরিবারের জন্য তা নিদারুণ কষ্টের ও বিড়ম্বনার। পণপ্রথা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত। তবে আগেকার দিনে এই প্রথার রূপ অন্যরকম ছিল। পূর্বে বরপক্ষ কন্যাকে নানারকম অলংকারে সজ্জিত করার পাশাপাশি কন্যার পিতাকে নগদ অর্থ প্রদান করত। কিন্তু কালক্রমে সেই রীতিরই উল্টো প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে বর্তমানে কন্যাপক্ষকেই যৌতুক বা পণ দিতে হয়। যৌতুকের অভাবে অসংখ্য নারীর জীবন আজ হুমকির মুখোমুখি। অনেক সময় যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে নারীকে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার যৌতুকবিরোধী আইন করলেও তা মানছে না অনেকেই। ফলে যৌতুকের করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নারীর জীবন। তাই যৌতুকপ্রথা রোধ করার জন্য প্রথমত নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নারীকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা। আইনের কঠোর প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই পণ বা যৌতুকপ্রথা রোধ করা সম্ভব।

প্রতিবেদন

প্রশ্ন: তোমার স্কুলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। *[ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর:

"আনন্দ-মুখর পরিবেশে 'ক' উচ্চ বিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন"

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ।। গত ২৬-শে মার্চ ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় 'ক' বিদ্যালয়ের আয়োজনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ কমিটি এই অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে।

বিদ্যালয় সংলগ্ন প্যারেড ময়দানে উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। তিনটি পর্বে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। সকাল ৯ টায় সম্মানিত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকমণ্ডলী ও বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর পর শান্তিকামী মানুষদের পক্ষে প্রধান শিক্ষক শান্তির প্রতীক সাদা কবুতর মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেন। পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের ভবনসহ অন্যান্য এলাকা বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়েছিল।
ছিলেন ততদিনই শুধু তাদের জীবন নয়—দুনিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্তই তাঁদের জীবন। ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছিল অত্যন্ত সুচারুরূপে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ করা নিশান এবং রঙ-বেরঙের কাগজ এবং ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি। ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সকাল থেকেই কলেজ প্রাঙ্গণ ছিল আনন্দ-মুখর। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ অনুষ্ঠানে যোগ করেছিল ভিন্নমাত্রা। মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণে নতুন প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীরা মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিশেষ উপকৃত হয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। তিনি বক্তব্যে বলেন, "শুধু স্বাধীনতা অর্জিত হলেই সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না। তখন বিজয়ী জাতির সামনে আসে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আরো বেশি ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। কেননা স্বাধীন দেশের ভিতরে ও বাইরে শত্রুর অভাব নেই। এরা সুযোগের সন্ধানে সর্বক্ষণ তৎপর থাকে।

যে কোনো সময় সুযোগ পেলেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মীরজাফরদের হিংসাত্মক দৃষ্টি থেকে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। আজকের এ দিনে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের শপথ নিতে হবে জাতীয় ঐতিহ্যকে ধারণ ও দেশের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে আমরা সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞবদ্ধ । “

আলোচনা ও স্মৃতিচারণমূলক পর্বে বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ড. মো. সুলতান আলী এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন, যা উপস্থিতি শ্রোতাবৃন্দের কাছে বাড়তি পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। আলোচনা শেষে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতার আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ পর্বের। পরবর্তী সময়ে দেশাত্মকবোধক গান, গানের তালে তালে নৃত্য এবং সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হুমায়ূন আহমদের ১৯৭১ নাটকটি মঞ্চায়ন হয়।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানমালায় শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করে। মহান স্বাধীনতা দিবসের লক্ষ ও তাৎপর্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হিসেবে ধরা দেয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : আরিশা সালসাবিল, তালাইমারী মোড়, রাজশাহী
প্রতিবেদনের শিরোনাম : “আনন্দ-মুখর পরিবেশে ‘ক’ উচ্চ বিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন”
প্রতিবেদন তৈরির সময় : সন্ধ্যা ৬:০০টা
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ : ২০-শে মার্চ, ২০২১ খ্রি.

সারমর্ম

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

[ঢাকা বোর্ড '১৬]

সারমর্মঃ

বিপদের মুখে আমাদের কখনো অন্য কেউ এসে সাহায্য করবে, সেই প্রত্যাশা করলে চলবে না। বরং আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কেউ কোনো সাহায্য না করলেও যেন নিজের মনোবল আমরা অটুট রাখতে পারি। কোনো অবস্থাতেই আমাদের হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

RAJSHAHI BOARD

সারমর্ম

বিরহ মিলন কত হাসি- অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।

[বরিশাল বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

অমরত্বের সাধ মানুষের মনে চিরন্তন। কিন্তু বাস্তবে কারো পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নয়। এর বদলে আমরা যা করতে পারি, তা হচ্ছে নিজেদের কর্ম দিয়ে অন্য মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে। এর মধ্য দিয়েই মৃত্যুর পরও আমরা মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকতে পারব।

JESSORE BOARD

অনুচ্ছেদ

বৈশাখী মেলা

[সকল বোর্ড ১৮; য. বো. ১৬; ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; সামসুল হক খান হাই স্কুল, ডেমরা, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

বৈশাখী মেলা নববর্ষের সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর অন্যতম। নববর্ষ উপলক্ষ্যে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনেই দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে এ মেলা বসে। এ মেলা চলার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। একদিন থেকে শুরু করে মাসব্যাপী এ মেলা চলতে থাকে। নতুন বছরে মানুষের আনন্দ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে। এটা বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। আবহমান কাল থেকেই আমাদের দেশে বৈশাখী মেলা চলে আসছে। এ মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে বলী খেলা, ঘোড় দৌড়, নৌকাবাইচ উল্লেখযোগ্য। বৈশাখী মেলা সাধারণত খোলা আকাশের নিচে বসে। প্রতি বছর রমনার বটমূলে বসে এ মেলার প্রভাতী আসর। এছাড়া গ্রামের হাটবাজারে, নদী তীরে, মন্দির প্রাঙ্গণে এ মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মানুষের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, নানা জাতের কুটিরশিল্প, খেলনাসহ হরেক রকমের পন্যের সমাহার ঘটে এ মেলায়। এছাড়াও থাকে যাত্রা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাসসহ বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিজাতীয় খাবারও পাওয়া যায় মেলায়। নতুনকে বরণ করার উদ্দেশ্যেই এ মেলার আয়োজন করা হয়। কোন রকমের ধর্মীয় চেতনা এ মেলায় পরিলক্ষিত হয় না। তাই এটি একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। মেলা উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের মিলনমেলায় পরিণত হয়। এতে মানুষের প্রগতিশীল চেতনা জাগ্রত হয়। তাই সব দিক থেকে এ মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা নতুন করে বাঙ্গালি ঐতিহ্য লালন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা লাভ করি।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

CHITTAGONG BOARD

অনুচ্ছেদ

যৌতুকপ্রথা

[সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাংগাইল; বরিশাল জিলা স্কুল]

যৌতুকপ্রথা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশে যৌতুকপ্রথার প্রকট রূপ আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা বলতে এমন এক ঘৃণ্য প্রথাকে বোঝায়- যেখানে কনেপক্ষ বরপক্ষকে অর্থ প্রদান করে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করে। পণ্য ক্রয় করার মতোই কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি হয়ে থাকে। সচ্ছল পরিবারের জন্য এটি সাধারণ বিষয় হলেও দরিদ্র পরিবারের জন্য তা নিদারুণ কষ্টের ও বিড়ম্বনার। পণপ্রথা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত। তবে আগেকার দিনে এই প্রথার রূপ অন্যরকম ছিল। পূর্বে বরপক্ষ কন্যাকে নানারকম অলংকারে সজ্জিত করার পাশাপাশি কন্যার পিতাকে নগদ অর্থ প্রদান করত। কিন্তু কালক্রমে সেই রীতিরই উল্টো প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে বর্তমানে কন্যাপক্ষকেই যৌতুক বা পণ দিতে হয়। যৌতুকের অভাবে অসংখ্য নারীর জীবন আজ হুমকির মুখোমুখি। অনেক সময় যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে নারীকে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার যৌতুকবিরোধী আইন করলেও তা মানছে না অনেকেই। ফলে যৌতুকের করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নারীর জীবন। তাই যৌতুকপ্রথা রোধ করার জন্য প্রথমত নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নারীকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা। আইনের কঠোর প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই পণ বা যৌতুকপ্রথা রোধ করা সম্ভব।

SYLHET BOARD

অনুচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

[সি. বো. ১৬]

বা একুশে ফেব্রুয়ারি

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]

১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা বিদায় নিলেও নতুন করে শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটি অংশ ছিল। একটি পূর্ব ও অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানিদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই চক্রান্ত করে বাঙালির প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। এর তিন দিন পর ২৪শে মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। বাঙালিরা তাঁর এ ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেন। এরপর মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের আন্দোলন-সংগ্রাম আরও বেগবান হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার দাবিতে সেদিন যারা আন্দোলন করেছিলেন পাকিস্তানি পুলিশ তাঁদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ বেশ কয়েকজন। তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতিদানে বাধ্য হয়। ভাষার দাবিতে শাহাদাতবরণকারীদের স্মরণে ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত হয় শহিদ মিনার। এরপর থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিনব্যাপী চলে নানান্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্তমানে ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু বাঙালির একার নয়। ১৯৯৯ সালের ৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সেই থেকে সারা বিশ্বে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

BARISAL BOARD

অনুচ্ছেদ

যানজট

[দি. বো. ১৫; ব. বো. ১৬; হাজী মোহাম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

যানজট হচ্ছে যানবাহনের জট। রাস্তায় জানবাহন স্বাভাবিক গতিতে চলতে না পেরে অস্বাভাবিক যে জটের সৃষ্টি করে, তাকেই আমরা যানজট বলে জানি। জনবহুল এই বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা যানজট। এই সমস্যা প্রকটতর হয়েছে রাজধানী ঢাকাতে। যানজটের সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার ঢাকার প্রতিটি মানুষ। ঢাকা দেশের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই দেশের সকল শ্রেণির মানুষ ঢাকা শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, বাড়িয়ে তুলছে নগরীর জনসংখ্যাকে। জনগণের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা তৈরি করছে যানজট। এছাড়া রাস্তার স্বল্পতা, অপ্রশস্তা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ট্রাফিক আইন অমান্য করাই হচ্ছে ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারণ। যানজটের কারণে প্রয়োজনীয় কাজ যথাযথ সময়ে করা সম্ভব হয় না, যা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনসহ রাষ্ট্রীয় জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। যানজট সমস্যা দূর করার জন্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইন, ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে পালন করাই হতে পারে এক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ।